খোকাবাবু প্রসঙ্গে।

BY

S. B. ARTIUM BACCALAUREUS.

(Late tutor to the young princes, and photographer to H. H. the late Maharajah Bahadur, of Hill Tippera; author of Káhjol—a poem, &c. &c.)

শ্রীরেবতীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা, ৪নং উইলিয়মস্ লেন,

দাস যন্ত্রে,

শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১২ই আশ্বিন, ১৩০৪ সন।

মূল্য—।/০ পাঁচ আনা।

বক্তব্য।

স্ত্রীলোক মাত্রই কবি।

বহু দিন হয় 'এভন্' নদীর তটে বসিয়া এক মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন, কবি, প্রেমিক ও পাগল—এক জাতীয়। আবার, আমরা জানি, এক জাতীয় পদার্থ মাত্রই পরস্পরে পরিবর্ত্তনীয়; যেমন, জড়জগতে তাড়িত তাপ ও চুম্বকত্ব; মনোরাজ্যে প্রীতি ধর্ম্ম ও উপচিকীর্ষা। সুতরাং যদি দেখান যায়, স্ত্রীলোক—প্রেমিক ও পাগল, তবেই বোধ হয় প্রথম প্যারাগ্রাফের সূত্রটীর ভাষ্য সম্পূর্ণ ও বিশদ হইল মনে করিতে পারি।

স্ত্রীলোক প্রেমিক, ইহাও কি আবার বুঝাইতে হইবে? এই যে আমরা এক শ্মশ্রুল জাতি,—আমরা গিরি-গাত্র বিদারণ করিয়া বাষ্পীয় শকটের পথ করিতে পারি, পঞ্চদশ শতাব্দীর সামান্য উপকরণ লইয়া, আট্লাণ্টিকের পরপারস্থ এমেরিকা আবিষ্কার করিতে পারি, ব্যোম পথে উত্তরকেন্দ্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি, সুয়েজ কেনেল কাটিয়া বাণিজ্য সুগম করিতে পারি, ওয়াটার্লুর ভীষণ যুদ্ধ করিতে পারি, বিষ্মার্কীয় কূটনীতি চালাইতে পারি, রামায়ণ বা ইলিয়ড্ লিখিতে পারি, মধ্য-আফ্রিকার রহস্য-ভেদ ও নীলনদের মূলোদ্ধার করিতে পারি; টেলিগ্রাফ, ফনোগ্রাফ বা রঞ্জেনের ফটোগ্রাফ উদ্ভাবন করিতে পারি; ক্রমবিকাশতত্ত্ব বা

প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন-বাদ উত্থাপন, নূতন ধর্ম্ম বা নূতন উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে পারি; গগন-বিহারিণী বারিদ-বিলাসিনী সৌদামিনীকে মন্ত্রবলে আকর্ষণ করিয়া নাট্যশালার কাচ-গোলকের ভিতরে পূরিয়া রাখিতে পারি, নায়েগ্রা জলপ্রপাতের মত প্রকৃতির উন্মত্ত উল্লাস হইতে স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতে পারি; এবং 'ইফেল টাওয়ার' বা 'স্ফটিক প্রাসাদ,' তাজমহল বা পিরামিড্ গড়িতে পারি,—আমরা সব পারি;—কিন্তু পারি না কেবল প্রাণ ভরিয়া, মন খুলিয়া, প্রেম করিতে; ঐ অপবাদ আমাদের নাই। আমাদের মধ্যে ডেস্‌ডিমোনা বা দময়ন্তী নাই, রেবেকা বা জানকী নাই। আমরাও সময়ে সময়ে ভালবাসি বটে, কিন্তু উহা আমাদের নিজস্ব নহে; উহা আমাদের অস্থিমজ্জার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। উহা যেন উদ্রিক্ত তাড়িত, (Induced electricity); কাছে থাকিলেই আছে, দূরে গেলেই নাই। আমাদের প্রতি স্ত্রীজাতির যে স্বভাবজাত ভালবাসা আছে, উহা তাহারই সাক্ষাৎ ফল—এবং সেই জন্যই উহা এত ভাসা ভাসা রকমের। যতক্ষণ আমাদের নয়নমুকুরে রমণীর মূর্ত্তি প্রতিফলিত থাকে এবং যতক্ষণ উহার নবীনত্বের জাতিবর্ণ-উচ্ছেদিনী উন্মাদিনী মাদকতা থাকে, ততক্ষণই "প্রাণেশ্বরি! My Darling!"; তাহার পরে ঘটনাক্রমে ঐ মূর্ত্তি, স্থান ও কালের অন্তরালে পড়িলেই, "দূর হোক্ বালাই Very busy."। প্রত্যূষে দুর্গানাম-মুখে, কেশ বন্ধন করিতে করিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, ছত্রাকারে বিন্যস্ত কোমল করপল্লবের উপরে, পূর্ব্ব-দিনের অশুচি ভোজনস্থালী প্রভৃতি স্থাপন হইতে— গভীর রাত্রে রন্ধনশালার জঞ্জাল সংবরণান্তে পাদমূলে জলসিঞ্চন করিয়া শয়ন-গৃহে প্রবেশ পর্য্যন্ত,—এমন কি শয্যোপরি সুকুমারী

দেহলতা অনাদৃত ভাবে বঙ্কিম-ভঙ্গীতে শায়িত করিয়া নিদ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত, বিদেশগত অকৃতজ্ঞ স্বামীর বিষয় পরিচিন্তন ও রোমন্থন করা নারীজাতির পক্ষেই সম্ভবে; রমণীর ঐ শক্তির অস্তিত্বে পুরুষ বিশ্বাস করিতে পারিলেই, সংসার আপনাকে সৌভাগ্যবান্ ও উপকৃত মনে করে, এবং প্রেত-পিশাচের লীলাস্থল না হইয়া, সাধু-মহাপুরুষগণের বাসযোগ্য হইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যদি পুরুষের ভালবাসা নারীর প্রেমেরই সাক্ষাৎ ফল হইয়া থাকে, তবে পুরুষে পুরুষে ভালবাসা হয় কিরূপে? তাহার উত্তরে এই বলিতেছি যে ঐ শেষোক্ত প্রকারের ভালবাসা, কসাই-বাড়ীর কামধেনুর ন্যায় বা গণিকালয়ের তুলসীর ন্যায় জীবন্মৃত ও গৌরব-চ্যুত; আর তাহাও বুঝি দাম্পত্য প্রেমেরই বিদ্রূপানুকৃতি (Parody) মাত্র। যেমন ঘৃত ভিন্ন যজ্ঞ হয় না, সেইরূপ স্ত্রীলোক ভিন্ন প্রেম হয় না। সেই জন্য প্রকাণ্ড-কায় 'হাইলেণ্ডার' প্রেম শিক্ষার জন্য কৃশাঙ্গী অবলার মুখের দিকে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া, ভূনতজানু অবস্থান করে। স্ত্রীলোক না থাকিলে সংসার হইতে ভালবাসার কথা উঠিয়া যাইত; রাধা কৃষ্ণ, রোমিও জুলিয়েট্ ও লয়লা মজ্নুর কাহিনী শুনা যাইত না; এবং প্রসঙ্গতঃ বলিতে পারি যে, এই সুশোভন সরস সংসার বিকট নীরস মরুভূমির মত হইত, মাধবী মালতীর স্থান সগর্ব্বে ভাণ্ডী কণ্টিকারী অধিকার করিত, আম্র কন্টকীর স্থানে সশব্দে ঝাউ অশ্বত্থ দাঁড়াইত।

আবার স্ত্রীলোক পাগলও বটে; নহিলে দিনান্তে যে রমণীর মুখে তুলিবার কিছু নাই, যাহার সমস্ত পরিধেয় বসন তন্ন তন্ন খুঁজিয়াও সূচি সূত্র এক মুহূর্ত্তের জন্য আশ্রয় পায় না, তাহারও আবার সন্তান-লিপ্সা দেখিতে পাই কেন? তাহার মস্তিষ্ক-

বিকৃতি না হইলে, সে, জ্ঞানাঙ্কুর-লেশ-বর্জ্জিত শিশুর কাছে আগ্রহ-পূর্ণ করশিরঃসঞ্চালন সহকারে কতকগুলি অর্থশূন্য বা দ্ব্যর্থভাবাপন্ন অসঙ্গতি-দুষ্ট বাক্যের প্লুতোচ্চারণ দ্বারা এত আমোদ পায় কেন? কিম্বা খোকা যে সময়ে শয্যার উপরে সর্ষা ফুল ছড়াইতে ব্যস্ত, অথবা যখন সে সেই ফুল-শয্যার সহিত গাঢ় আলিঙ্গনে সংবদ্ধ ও অপার আনন্দে নিমগ্ন, তখন তাহাকে তাহার স্নানাহার বা জনক জননী সম্বন্ধে পুরাতন প্রশ্নে বিব্রত করে কেন?

তাই বলিতেছিলাম স্ত্রীলোক কবি। সেই জন্যই সে কবিতার আবৃত্তি করিতে এত ভালবাসে ও কবিতাত্মক প্রবচন সমূহ এত যত্নের সহিত কণ্ঠস্থ করে। পুরুষ যে সময়ে ভূ-তত্ত্ব বা সমাজ-তত্ত্বের কঠিন সমস্যার মীমাংসায় ঘর্ম্মাক্ত-মস্তক, বার্ষিক-রিপোর্ট বা সুদের হিসাব লইয়া কুঞ্চিত-ললাট, রমণী হয় ত সেই সময়ে টেনিসন বা রবীন্দ্রনাথ, "সচিত্র প্রণয়-সঙ্গীত" বা "রাজকুমার বাবুর কবিতা" লইয়া ব্যাপৃত।

আর শিশুরাও প্রত্যেকে এক একটী "ডিক্'স্" সংস্করণের কবি। কবিতা পাইলে তাহারা আগ্রহের সহিত মুখস্থ করে ও উৎসাহভরে আবৃত্তি করে; প্রাতঃ-সূর্য্য বা নৈশ-চন্দ্রমা দেখিয়া কবির ন্যায় আমোদে বিহ্বল হয়।

স্ত্রীলোক ও শিশু উভয়েই এইরূপ কবিতাময়-জীবন বলিয়া আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই যে, জননী সন্তানকে নিদ্রাতুর করিবার সময়ে ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠে সুকোমল করাঘাত করিতে-ছেন ও সঙ্গে সঙ্গে একটী কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন,—আর শিশু সুখাবেশে নয়ন মুদ্রিত করিয়া, কাণ ভরিয়া কবিতা শুনিতেছে ও মুখ ভরিয়া স্তন্য পান করিতেছে। কখন বা দেখিতে পাওয়া যায়

মাতা সন্তানের মুখচ্ছবিতে ঝটিকার প্রাক্কালীন আকস্মিক গাম্ভীর্য্য দেখিতে পাইয়া, একটা সৃষ্টি-বিপ্লাবি কাণ্ডের আশঙ্কায়, তাহাকে ক্ষিপ্রহস্তে ক্রোড়ে লইয়া একটী কবিতা শুনাইয়া দিতেছেন,—আর তাহার দর বিগলিত অশ্রুজল গণ্ডদেশের অর্দ্ধপথ যাইতে না যাইতে শুকাইতেছে। আহার করাইবার সময়ে এইরূপ দুই একটী কবিতার অনুগ্রহে অনেক গৃহস্থের ভোজনস্থালী ও মৃণ্ময়পাত্রের আয়ুঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহা সকলেরই জানা আছে। সাংসারিক কার্য্য হইতে অবসর পাইয়া, মাতা যখন তাহার সন্তান লইয়া আদর করিতে বসেন, তখন কবিতার ভাষায়ই সম্ভাষা-জিজ্ঞাসাটা হইয়া থাকে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদেশের মহিলাগণ এই সকল স্থলে যে সমস্ত কবিতার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশই অর্থ-শূন্য হিজিবিজি কিছু বিশেষ। এই দুরবস্থা আমি স্বয়ং স্বীয় সন্তানের খেলায় অনুভব করিয়া বর্ত্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রচার করিলাম। প্রাচীনারা সেকেলে বাঁধা-গৎ পরিত্যাগ করিয়া ফোক্‌লা দাঁতে পাক্‌না মুখে এই সকল নূতন কবিতা আওড়াইবেন, সে দুরাকাঙ্ক্ষা আমার নাই; নবীনারা, বিশেষতঃ নূতন কারিগরেরা, এই পুস্তক অন্ততঃ দুচারি দিনের জন্যও স্ব স্ব উপাধান-তলে রাখিলে সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

এই গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে শ্রীমতী সু—ও শ্রীমতী কু—আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমি দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ আছি। আর যে প্রাণাধিক প্রিয়তম ক্ষুদ্র জন্তুটীর মনোরঞ্জনার্থে এই কবিতাগুলি প্রথম রচিত হইয়াছিল, সর্ব্বোপরি তাহার কাছে আমি ঋণী আছি। তাহার মুখচ্ছবি

এক অতুল মহাকাব্য, তাহার প্রতি কথা এক সুমধুর কবিতা; তাহার কোমল মধুর কণ্ঠস্বরে প্রথম "বাব্ বা" সম্বোধন আমার বেসুরে-বাঁধা জীবন-তন্ত্রীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তাহার অমীয়-মাখা স্বর্গীয়-জ্যোতিরুদ্ভাসিত মুখ-মণ্ডলের স্নেহাকর্ষণ আমার বিপথে ভ্রাম্যমান জীবনগ্রহকে সংযত ও কক্ষগত করিয়াছে, তাহার চম্পক-কলিবৎ ক্ষুদ্র অঙ্গুলি-স্তবকের স্পর্শ আমার কত সুষুপ্ত সাধ ও অতৃপ্ত বাসনা জাগরিত করিয়া তুলিয়াছে; সংক্ষেপে তাহার অভ্যুদয় আমার জীবনের প্রোগ্রাম্‌কে আদ্যোপান্ত পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। তাহার আসিবার আগে কোথায় যাইতেছিলাম, জানি নাই; কি করিতেছিলাম, দেখি নাই; কি হইতেছিলাম, ভাবি নাই। সহসা তাহার শুভাগমন-বার্ত্তা শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম, সে আসিয়া মমতার শৃঙ্খল পায়ে পরাইল, মত্ত-মাতঙ্গ শুদ্ধ-শান্ত হইল, দস্যু রত্নাকর মহর্ষি বাল্মীকি হইল। হায়! ইহাই লইয়া মানুষের এত গর্ব্ব! এত আত্ম-শ্লাঘা! এত 'স্বাধীন' সমালোচনা! এত ব্যক্তিগত আক্রমণ! একটী স্ক্রু খসিলে, কাহার জীবন-যন্ত্রের কত শোচনীয় পরিণাম হয়! একটী উপল-খণ্ডে বাধা পাইলে কাহার জীবন-স্রোতঃ কোন্ দিকে প্রধাবিত হয়! একটী শূন্যের আধিক্যে কাহার জীবন-অঙ্কের কি ফল দাড়ায়! একটী অনুস্বারের অভাবে কাহার জীবন-শ্লোকের অর্থ কত পরিবর্ত্তিত হয়! লর্ড বায়রণ খোঁড়া না হইলে, কবি হইতেন কি না সন্দেহ। নুর-জাহানের মুখে একটী বড় রকমের তিল থাকিলে হয় ত জাহাঙ্গীরই আকবর হইত। আর যোধাবাইর মতিগতি অন্যরূপ হইলে হয় ত 'মহাত্মা' আকবরই 'স্বৈরাচার' জাহাঙ্গীর হইতেন। সুরেন্দ্রনাথের নামের পেছন হইতে 'সি-এস্' শব্দ মুছিয়া না গেলে, আজ তাঁহার

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-বর্ষিণী বিদ্যুদ্দামময়ী বক্তৃতা শুনিতে পাইতাম কি? এক দিকে যেমন অনেকেই ঘটনার তাড়নে চোর দস্যু, অন্য দিকেও আবার তেমনি অনেকে ঘটনার পীড়নে সাধু সন্ন্যাসী। রঙ্গালয়ের অভিনেতা যেমন উদরের জ্বালায় কৃষ্ণ সাজে, এই সংসার-নাট্যশালারও অনেকে দায়ে ঠেকিয়া সাধু পুরুষ সাজে। মক্‌মলের ভিক্ষার ঝুলি লইয়া কয়জনকে বৈরাগী হইতে দেখা যায়? কৈ?— সোণার করঙ্গ লইয়া তো কেহকে সন্ন্যাসী হইতে দেখিলাম না।

যাক্, আমি কি বলিতে কি বলিতেছি! এখন আমি আয়ুষ্মতী বঙ্গীয়া পাঠিকাদের হস্তে আমার **খোকাবাবুকে** সমর্পণ করিয়া এ বারের মত বিদায় হইলাম। আমি ব্রাহ্মণ, আশীর্ব্বাদ করি তাঁহারা স্বামীর সোহাগে, শাশুড়ীর অনুরাগে, পুত্র-দুহিতা লইয়া সুখে থাকুন, তাঁহাদের হাতের লোহা সীথার সিন্দূর অক্ষয় হোক্। হরি বোল্ হরি।

২০শে ভাদ্র, ১৩০৪ সন।
ধলা, মৈমনসিংহ।

গ্রন্থকার।

উপহার।

প্রিয়তমে!

কি এনেছি দেখ একবার!

শরতে মরত-ধামে, ছায়াপথে অই নেমে,
সিংহ-বাহিনী মাতা আসিছে আমার,
কর্ম্ম-সূত্রে ঘূর্ণিপাকে যে আজি যথায় থাকে,
আসিতেছে হাসি মুখে গৃহে আপনার।
চিঠির সে "প্রাণনাথ" লিখেছিল যেই হাত,
সে হাত লইবে টানি বুকের মাঝার।
আলু সিদ্ধ ভাত খালি, তাহে সাহেবের গালি
রোজ রোজ মুখ-শুদ্ধি—কি ঝাল bitter!
একে হাড়্-ভাঙা খাট্‌নি, তাহাতে বিদ্‌ঘুটে চাট্‌নি
কাণে ধ'রে ঘড়ী দেখা—'নিগার্‌' 'শুয়ার্‌';—
এই দশ বার দিন, এসব হবে তো লীন,
হাত পু'ড়ে পাত্‌লা ডাল্—'মা-গঙ্গা' আকার,
কোন দিন পোড়া নূনে, কোন দিন বা আলূনে,
'পকেট এডিশন' কভু—হাতার সন্তার;

লাল মুখ কটা চোখ, ক'দিন দূরেতে রোক্,
পদ্ম-আঁখি ইন্দুমুখী আসুক্ এবার ;
পাশরিয়ে ডকেটিং, সঙ্গী নিয়ে গুটী তিন,
দাবা তাস স্ফূর্ত্তি হাস ইয়ার্কি অপার ;
সে আজি বড়-সাহেব 'হউসে' তাহার।

কি আনন্দ আজি সবাকার !
যে যার জনের তরে, আনিয়াছে থরে থরে,
কেরেপ্ বম্বাই চীনে শাড়ী গুল্-বাহার ;
মল্লিকের সে কাচলী, —চব্বিশে চৌদ্দর কলি,—
অতি প্রিয়তম চিজ্ যত ছেলের মার ;
"ভিনলিয়া" থান চার, ব্লুম্ রোজ-পাউডার,—
যৌবন যাহাতে বাঁধা নিয়ত দুয়ার ;
উল্ ফিতে লেভেণ্ডার, 'কুন্তলীন' বসুজার,
'ফুলেলা' অটো-ডি-রোজ—সৌরভ-সম্ভার !
বডী জামা শাটীনের, তার সঙ্গে ছেলেদের
টুপী ফ্রক্ অয়েল্-ক্লথ বিস্কুট খাবার ;
নূতন ফেশনে দুল্, মাথায় সোণার ফুল,
ঝিক্ মিক্ গলে চিক্, চারু চন্দ্রহার ;
ঘরে ধারে মিলে যত, নিয়ে আসে সাধ্য মত,
পূজা দিতে আপনার গৃহ দেবতার ;
হৃদয়-মন্দির মাঝে, যে মূর্ত্তি সদা বিরাজে,
অশ্রু-জলে অভিষেক প্রতিদিন যার ;

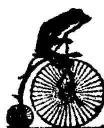
স-চুম্বন আলিঙ্গনে, —স-চন্দন পুষ্পগণে,—
হইবে অর্চ্চনা আজি—ষোড়শোপচার ;
দক্ষিণা হৃদয় খানি—অটুট উদার।

আমি প্রিয়ে কি দিব এবার ?
কোথা পাব শাড়ী চূড়ী ? মাস অন্তে তিন কুড়ি
পাই তঙ্কা, তাই শঙ্কা হৃদয়ে আমার,—
কি নিয়ে দাঁড়াব কাছে, কি বল সম্বল আছে ?
জান তো ঘরের বার্ত্তা—কি কহিব আর।
যাহা আনি তা-ই খাই, কিছু না রাখিতে পাই,
জমা-খরচের খাতা অতি পরিষ্কার,
বরং কোন বা মাসে, বেশী নামে ডান্ পাশে,
বিস্ময়ে চাহিয়ে থাকি—রহস্য অপার !
প্রভাতে বেড়াতে যেতে, হয় তো নিরখি পথে
বিশাল গোয়ালামূর্ত্তি—ধবল পাহাড়,
পেয়াদা একটী সাথে, (রঙিল বসন মাথে,)
ক্রোক্ দিবে বাড়ী ঘর—একি সমাচার !
কবে নাকি টাকা ধার, নিয়ে ছিনু আমি কার,
আমারি তা দিতে হবে—রাজার বিচার !
একি গদ্যময় বাণী ! আমি শুধু এই জানি,
কারো টাকা কারো নয়—সকলে টাকার !
তবে কেন তার তরে, এ ওরে নালিশ করে ?
তারি শুধু প্রাপ্য টাকা, যার দরকার।

হয়ে যায় ছন্দোভঙ্গ, হয় রক্ত-বস্ত্রাতঙ্গ,
জবা ফুল দেখে ভুল—পেয়াদা আবার ?
সাধের সাঁঝের রবি নেহারি গলে না কবি,
ভাবি ফের নীলামের এল ইস্তাহার ;
এমনি কপাল খানা—অতি চমৎকার।

তাই ভাবি কি দিব এবার।
অনেক ভাবিয়া মনে, আনিয়াছি সযতনে,
খোকাবাবু প্রসঙ্গে—নব উপহার ;
যা কিছু দিয়েছি আগে, এর কাছে নাহি লাগে,
হীরা চুণী পান্না মণি, কি ছার অসার !
এবার ইহাই লও, হাসি মুখে কথা কও,
ঘুরে বসো, কাছে এসো, মিনতি আমার ;
আবার আসিলে পূজা, বাচালে মা দশ-ভুজা,
যা চাহ তা দিব আনি র'ল অঙ্গীকার ;
তা যদি অন্যথা করি, করো শয্যা গৃহান্তরী,
"আছি গো তারিণি ঋণী" চরণে তোমার,
যায় বাতি, যায় রাতি, এসো একবার।

তোমার
সাহেব।



খোকাবাবু প্রসঙ্গে।

আয় আয় আয়।

আয় আয় আয়—আয়রে আমার মণি,
দুধ নিয়ে বসে আছে অই তোর জননী।
আয় আয় আয়—আয়রে আমার বাবা,
পিতা তোর বসে আছে নিয়ে পানের চাবা।
আয় আয় আয়—আয়রে আমার পরাণ,
ঠাকুর দাদা সেজে আছে কেটে নিবে কাণ।
আয় আয় আয়—আয়রে আমার গোপাল,
ছোট মামা বসে আছে চুমিয়ে দিবে গাল।
আয় আয় আয়—আয়রে আমার বাছা,
বড় মাসী খুঁজে ম'ল দেখা দিয়ে বাঁচা।
আয় আয় আয়—আয়রে আমার সোনা,
দিদিমারা বসে আছে কাম্‌ড়াবে তোর 'নোনা।'
আয় আয় আয়—আয়রে খোকাবাবু,
'রঙী' বিড়াল তোর না দেখে হয়েছে বড় কাবু।

আয় আয় আয়—আয়রে আমার ধন,
'নিদ্রাপতি ঠাকুর' বসে আছে তোর কারণ।
আয় আয় আয়—আয়রে আমার যাদু,
গন্ধরাজ ফুটে আছে দিতে তোরে মধু।
আয় আয় আয়—আয়রে আমার মাণিক,
আকাশে চাঁদ উঠে' আছে কপালে দিতে চিক্‌।
আয় আয় আয়—আয়রে আমার রতন,
ঝাকে ঝাকে উঠ্‌ছে তারা দেখ্‌তে তোর বদন।

খোকার ঘুম।

ঘুমা যাদু ঘুমা,
মামারা তোর আস্‌বে এখন, খাবে গালে চুমা।
এখন নৈলে ঘুম
আর কি সময় পাবি, লাগ্‌বে কোলে উঠার ধুম।
একটু খানিক পরে
মাসীমারা আস্‌বে সেজে, রাঙা কাপড় প'রে।
কাল্‌ নাকি বিকালে
মামীরা তোর রাগ করেছে, পায়নি নিতে কোলে।
পাড়ার যত মেয়ে
দলে দলে নিতে কোলে আস্‌ছে সবে ধেয়ে ;—
কুসুম, শৈলী, হেমী,
কাদী, সদী, নয়ন-তারা, মুক্তকেশী, ক্ষেমী,

ভুবন, সরোজিনী,
সুরী, বুড়ী, পাচী, বুচী, বেণী, তরঙ্গিনী।
আস্‌লে পরে তারা,
কেউ নিবে পাতালি কোলে, কেউ বা নিবে খাড়া।
তাই বলিরে মণি,
এই বেলাটী মায়ের কোলে ঘুমাও একটু খানি।
দণ্ডেক খানির তরে
আঙুল-চোষা রেখে দিয়ে থাক চুপটী ক'রে।
আসবে তবে ঘুম,
সকল ছেলে ঘুমায় এখন,—পৃথিবী নিঝুম।
তুমি কেন শুধু
এমন সময় জেগে আছ—ঘুমাও আমার যাদু।
ঘুমাও আমার ধন,
সোনার আমার অই যে মু'দে আস্‌ছে দুনয়ন।
চুপ কর্‌লো তোরা,
খোকাবাবুর আস্‌ছে ঘুম,—পাখী পড়্‌লো ধরা।
আমার সোণার পাখী
সারা দিন যে হাসে খেলে, সেইটী ভাল দেখি।
কত রঙ্গই করে,
এক দণ্ড সুস্থির নয় কেবল নড়ে চড়ে।
যেবা যখন ডাকে,
ডানা মেলি উড়ে এসে পড়ে তারি বুকে।
এই যে ঘুমে আছে,
রাঙ্গা একটী হাসি জেগে আছে ঠোঁটের কাছে।

ওরে পাগল পাখি,
ইচ্ছা হয় বুকের মাঝে পূরে তোরে রাখি।
কোন্ বনেতে ছিলি ?
নন্দন-বন হতে বুঝি উড়ে হেথায় এলি।
তাই সে তোর গায়
আজ পর্য্যন্ত স্বর্গের গন্ধ টাট্‌কা পাওয়া যায়।
বল্‌তো সত্য করি,
ঘুমুলে নাকি তোর কাছেতে আসে স্বর্গের পরী ?

মা সর্ব্ব-মঙ্গলে,
তোমার কাছে রইল খোকা, আমি গেলাম চ'লে।
রাম নৃসিংহ হরি !
বাচাইয়ে রাখ খোকায়, দিব চাকর করি'।
ঘুমাও রে ধন বাপ্,
চুপ কর্‌লো কল্লা মাগি,—সকলে চুপ্ চাপ্। *
ফের্ যে কথা বলে,
খোকাবাবুর বিছানে-গু ঢেলে দি তার গলে।
মাণিক যায় ঘুম্,
সকলে বল 'চুম্'।

* 'কল্লা'—কোপন-স্বভাবা, (পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত।)

খোকার বিয়ে ।

খোকাবাবু করবে বিয়ে
সোণার মুকুট মাথায় দিয়ে।
বাদ্য-ভাণ্ড সঙ্গে ক'রে
বৌ লইয়ে আসবে ঘরে।
ফুটবে বাজি হর রকম
হাউই তুবড়ী মাতাব্ বম্।
পাড়ার যত ছেলে মেয়ে
পাল্কীর কাছে যাবে ধেয়ে।
'হুমাহুম্' শব্দ ক'রে
পাল্কী আসবে সদর দোরে।
হুলুধ্বনি চারি দিকে,
লোকের মাথা খাবে লোকে।
কবাট্ খুলি তাড়াতাড়ি
বৌ আনবো কোলে করি।
পীরি পেতে বসবো তখন
দুই কোলে বসাব দুজন।
সোণায় দেখ্বো সোণা মুখ,
সে দিন আমার কত সুখ।
বুড়ী খুড়ী হলে পরে
আপনি ব'সে থাক্বো ঘরে।
কাজ তো করবে পুত্রবধূ
হুকুম্ হাকুম্ আমার শুধু।

চাকরী ক'রে বাবা আমার
টাকা আন্‌বে হাজার হাজার।
সকল দিবে আমার হাতে,
খরচ কর্‌বো ইচ্ছা মতে।
কাশী গয়া বৃন্দাবন,
কর্‌বো সকল পর্য্যটন।
পৌত্র-মুখটী দেখে মরি,
এইটী যেন করেন হরি।



খোকার আবাহন।

যালো ঝি তুই দেখে আয়,
খোকা আমার গেল কোথায়,
সে বিনে ঘর আঁধার প্রায়,
তার দুধ বিড়ালে খায়;
খোকামণি আমার বাড়ী——আয়।

যালো ঝি তুই খুজে আয়,
বাছা আমার এই বেলায়
খায়নি, ক্ষুধায় কষ্ট পায়,
ভুলে আছে খেল্‌-ধূলায়;
খোকামণি আমার ঘরে——আয়।

যালো ঝি তুই জেনে আয়
কেউ কি খেতে দেছে তায়,

গেছে বুঝি ঐ পাড়ায়,
নিত্যি সেথা খেল্‌তে যায়,
খোকামণি আমার কোলে——আয়।

যালো ঝি তুই ডেকে আয়,
অই যে প্রহর বেজে যায়,
বসে আছি কোন্‌ আশায়,
নাবে খাবে কোন্‌ বেলায়,
খোকামণি আমার কাছে——আয়।

যালো ঝি তুই নিয়ে আয়,
বল্‌গে তারে ডাক্‌ছে মায়,
বুকের বিষে পরাণ যায়,
একটান্‌ মাই দিইনি তায়,
খোকামণি আমার বুকে——আয়।

ঘুম-পাড়ানী মাসীর প্রতি।

ঘুম-পাড়ানী মাসি গো ! একটী কথা রাখ,
আজ রাত্রি দয়া করি মোদের বাড়ী থাক।
খোকা বড় দুষ্টু মাসি,
বায়না তাহার রাশি রাশি,
সন্ধ্যার পরে অস্থির করে সবায় মেরে ধ'রে,
তুমি কাছে থাক্‌লে পরে রবে চুপ্‌টী ক'রে।

ঘুম-পাড়ানী মাসি গো এস মোদের ঘরে,
বাটা ভরে পান দিব খাবে গাল পূরে ;
তেল দিব বাতি ভরে,
দশী দিব থরে থরে,
সারা রাতি জ্বেলে বাতি পান চিবাইও সুখে ;
খোকাবাবু জাগ্‌লে, অম্‌নি হাত বুলাইও চোখে।

ঘুম-পাড়ানী মাসি গো ! রইল নিমন্ত্রণ,
সন্ধ্যার পরে রোজ এখানে কর্‌বো পদার্পণ।
সবার আগে এসো হেথা,
পরে যেও অন্য কোথা ;
খোকায় নিয়ে হয়রান্ আমি, পারি না ত আর,
এহেন দুরন্ত ছেলে হয়েছে পেটে কার।

ঘুম-পাড়ানী মাসি গো ! আমি খেতে যাই,
আমার পাগল বাচ্চা টুকু রইল তোমার ঠাঁই।
খেতে যাব আমি এখন,
রান্না হয়ে গেছে কখন ;
ভাত লইয়ে বসে আছে তারা আমার তরে ;
তুই খাবাতে খেয়ে মাসি ! ফির্‌বো আমি ঘরে।

ঘুম-পাড়ানী মাসি গো ! তুমি আমার সই,
আমার এমন উপকারী কে আর তোমা বই।
তুমি যখন থাক ঘরে
কোন চিন্তায় পায় না মোরে,

নইলে পরে ভেবে মরি, যে দুরন্ত ছেলে,
আগুনে পোড়ে, জলে পড়ে, বিষ খেয়েই বা ফেলে।

মামা—চাচা—ভাই—দাদা।

"কাগা মামা, কাগা মামা! তোমার বরণ কেন কাল?"
"এজন্মে মন্দ বই করিনি কারো ভাল।—
ছোট ছেলের মুখের ভিতর
সন্দেশ দেখ্‌লে মারি ঠোঁকর,
হা করিয়া কাঁদ্‌তে থাকে,
নিয়ে পালাই সেই ফাঁকে;
এত পাপ কি এম্‌নে ঢাকে?"

"বগা মামা, বগা মামা! তোমার বুদ্ধিটা কেন মোটা?"
"কি আর বল্‌বো, জান না কি পাপের ফল ওটা।—
পরম বৈষ্ণবের প্রায়
টিকী আছে মোর মাথায়,
ধীরে চলি নরম সরম,
তলে তলে মাছ খাবার যম;
সেই পাপেই বুদ্ধিটা কম।"

"ময়ূর চাচা, ময়ূর চাচা! তোমার পা কেন কুৎসিত?"
"অহঙ্কারের ফল ওটা—সাজা সমুচিত।—
পেথম্ ধ'রে ভাবতুম্ মনে
কে সুন্দর আর ত্রিভুবনে?

শিবের পুত্র ষড়ানন,
আমি হচ্ছি তার বাহন।
এই গর্ব্বেই হয়েছে এমন।"

"খঞ্জন চাচা, খঞ্জন চাচা! তোমার নৃত্য কেন এত?"
"কোলাহলের ধার ধারিনে,—শান্তি আমার ব্রত।—
আপন মনে বেড়াই খাই,
কখন উড়ি কখন গাই,
মনের সুখ অহর্নিশ,
আঁংঠা মুখটা চোখের বিষ।
নৃত্য-বিদ্যা তারি বকৃশিষ।"

"হাঁস ভাই, হাঁস ভাই! তোমার ঘাড়টী সুন্দর কিসে?"
"দশ জনের আশীর্ব্বাদে বিধির দয়ার বশে।—
পৃষ্ঠে দেবী সরস্বতী,
তবু থাকি নম্রমতি,
পাশরিয়া পুত্রশোকে
নিত্য ডিম বিলাই লোকে।
ঘাড়টী সেই পুণ্যটুকে।"

"কোকিল ভাই, কোকিল ভাই! তোমার স্বরটী মিঠা কেন?"
"যাঁহার দান এ কাল রূপ, উহাও তাঁরি জেন।—
নিজের রূপ যে ছেদা ভেদা,
লজ্জিত তাই আছি সদা;

দেখাই না মুখ, পাতায় লুকাই,
বিধির নিন্দা তবু না গাই ;
স্বরটী তিনি দিয়েছেন তাই।"

"ময়না দাদা, ময়না দাদা ! তুমি বাঁধা কেন শিকলে ?"
"সেটা কেবল হয়েছে আমার অতি লোভের ফলে।—
'আধার' দিয়ে ফাঁদ পাতিয়ে
ছিল ব্যাধ লুকাইয়ে,
আমারি ভাই কপাল মন্দ,
খাবার লোভে হলেম্ অন্ধ ;
তাই এখন শিকলে বন্ধ।"

"বুল্ বুল্, দাদা বুল্ বুল্ দাদা ! তোমার পোঁদটী কেন লাল ?"
"কি জানি ভাই, কিসে কি হয় ?—তিল থেকে হয় তাল।—
তেলাকুচ্ ফল পাক্‌লে পরে
সিন্দুরের মত রংটী ধরে,
উহাই খাই মনের সুখে,
যা তা তুলে দেই না মুখে ;
তাই নাকি ওটী লাল টুক্ টুকে।"

চাঁদের প্রতি।

চাঁদ আয়রে—আয় শীগ্‌গির ক'রে,
দেখ আসিয়ে আর এক চাঁদ উদয় আমার ঘরে।

তুই তো খোকা চাঁদ—মুখে নাইকো রা,
আমার চাঁদের মিষ্টি কথা শুন্‌লে ভুল্‌বি না।
তুই তো অরসিক—হাসিটী মুখে বাধে,
আমার চাঁদের রঙ্গ দেখ্‌লে মরা মানুষে পাদে।
তুই তো রুক্ষ দেহ—না পুড়িস্ আগুনে,
আমার চাঁদের ননীর শরীর রোদ লাগিলে উনে।
তুই তো অন্ধের মত—চলিস্ ধীরে ধীরে,
আমার চাঁদের ছুটোছুটী দেখ্‌লে মন হরে।
তুই তো মহারোগী—কত দাগ তোর গায়,
আমার চাঁদের নির্ম্মল গা লাবণ্যে ভেসে যায়।
আয় চাঁদ আয়—চিক্ দিয়ে যা,
মোর মণিরে চিক্ দিলে কিছু বল্‌বো না।
নিত্যি সাঁঝের বেলা—চিক্ দিবি তুই এসে,
তবে তোরে আদর করে ডাক্‌বো ভালবেসে।
চিক্ দিয়ে যারে—মণির কপালে,
ঝিক্ মিকিয়ে উঠুক মুখ চুমু খাই গালে।
আয় চাঁদ আয়—চিক্ দিয়ে যা মুখে,
দেখ্‌তে পাবি হাসি মুখ্‌টী কি রাঙা টুক্‌টুকে।
আয় চাঁদ আয়—চিক্ দিয়ে যা মাথে,
পরমান্ন খেতে দিব ঢেলে কলার পাতে।
আয় চাঁদ আয়—চিক্ দিয়ে যা চুলে,
বাটী ভরে পিঠা দিব খাবি কাছা খু'লে।
আয় চাঁদ আয়—চিক্ দিয়ে যা ঠোঁটে,
কমল-মুখে অমল হাসি দেখ্‌বি কেমন ফোটে।

আয় চাঁদ আয়—চিক্ দিয়ে যা চোখে,
কাকের ছানা বকের ডিম এনে দিব তোকে
আয় চাঁদ আয়—চিক্ দিয়ে যা নাকে,
আম কাঠাল ভেঙে দিব খাবি লাখে লাখে।
আয় চাঁদ আয়—চিক্ দিয়ে যা কাণে,
মুড়ী মুড়্কী খেতে দিব যত পেটে টানে।
আয় চাঁদ আয়—চিক্ দিয়ে যা পিঠে,
হাত ভরে সন্দেশ দিব খাবি সাধ মিটে।
আয় চাঁদ আঁয়—চিক্ দিয়ে যা হাতে,
টাট্কা ঘি খেতে দিব মেখে গরম ভাতে।
আয় চাঁদ আয়—চিক্ দিযে যা বুকে,
রাঙা আলু পুড়ে দিব খাবি ব'সে সুখে।
আয় চাঁদ আয়—চিক্ দিয়ে যা পায়,
বিড়ালের ছানা এনে দিব—কুতুর্ কুতুর্ চায়।
আয় চাঁদ আয়—চিক্ দে সকল গায়,
আপদ বালাই বাইরে রেখে খোকা ঘরে যায়।

কি কি করে।

নাচে খোকা নাচে—
ছোট মামার কাছে।
খেলে খোকা খেলে—
বড় মামার কোলে।

থাকে খোকা থাকে—
ছোট মামীর কাঁকে।
হাগে খোকা হাগে—
ঠাকুর-দাদার নাকে।
মুতে খোকা মুতে—
ঠান্‌ দিদির থুতে।
পাদে খোকা পাদে—
বড় মামীর বাদে।
হাসে খোকা হাসে—
সর্ব্বজন-পাশে।

খোকার নাচন।

আয়রে তোরা আয় না রে,
খোকার নাচন দেখ্‌বি কে।
নাচে মাজা দুলিয়ে,
কত রঙ্গ করিয়ে।
ছড়াইয়ে দুটী পা,
মুখে বলে তা-না-না।
হাত দুটী দোলায়ে,
মাথা খানা হেলায়ে।
ধীরে ধীরে পা' পা'
খোকামণি চলি যা'।

থির থির খোকা থির,
কিবা রঙ্গ যাদুটীর।

খোকা বড় ভাল।

খোকা বড় ভাল,
আরো দুধ ঢাল।
দেয় না খোকা যন্ত্রণা,
দুধ খেতে কাঁদেনা ;
হাত দিয়ে না ধরে,
মুখ বন্ধ না করে ;
পা দিয়ে ঠেলে না,
বমী করে ফেলে না।
তেল মেখে গায়
বিনা কান্নায় নায়।
পেলে দুটী চুম্
অম্‌নি যায় ঘুম।
ঘুম থেকে জেগে
নাহি ফেলে হেগে ;
আপন মনে খেলে
মশারীর তলে।

খোকার প্রতি অবিচার।

কেরে কাঁদায় সোণারে ?
বাছারে মোর কে মারে ?
আহা আহা কি সাজা !
এদেশে কি নাই রাজা।
থাক্‌লে, এত অবিচার
কে দেখেছে কবে কার।
ধ'রে বেঁধে পাছারি'
দয়া মায়া পাশরি,
দুধ খাওয়ায় খোকা রে ;
মাগীরা কি বোকারে !
অমন সুন্দর নাকের কফ্‌
খেতে পারে চপাচপ্‌।
মাগ্গের গু ছাকা ছাকা *
আমরি কি খেতে বাকা।

* মাগগ—পোঁদ (পূর্ব্ববঙ্গের কথা।) পূর্ব্ববঙ্গের ক্রিয়া-বিভক্তিগুলি নিতান্ত কুৎসিত, এবং তাহা লেখ্য-ভাষায় পরিহার্য্য, স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলিয়া, পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার যে স্বোপার্জ্জিত অতি প্রাচীন শব্দ সম্পত্তি-টুকু আছে, তাহা ব্যবহার করিতে আপত্তি বা লজ্জা কি ? অবশ্য উহাও মাজিয়া ঘসিয়া লইতে হইবে, আকার ইকারগুলি আবশ্যক মত একার উকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হইবে। পশ্চিম-বঙ্গের রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বড় বড় লেখক লেখা-ভাষাকে কথ্য-ভাষার অবিকল অনুকরণে গড়িয়া তুলিতেছেন, এবং বস্তুতঃ উহাই প্রার্থনীয়। লিখিতে হইলেই 'সমভিব্যাহারে,' আর বলিতে হইলে 'সাথে,' ইহার অর্থ কি ? পশ্চিমবঙ্গের লেখকেরা 'বেরাল,' 'পাগে'ল,' 'ষোলো,' 'যে,' 'রাত্তির,' 'বিদ্যে,' 'দেকেচি,' 'এখনি,' 'কৃষ্টরাস,' 'পিয়ারীমোহন,' প্রভৃতি শব্দ ছাপার অক্ষরে

গরম্ গরম্ টাট্‌কা মুত্
কি সুস্বাদ অদ্ভুত।
পোকা মাছি কাকের গু,
পানের বাটার চুণ টুকু,—
এ সব ভাল জিনিষ রেখে
দুধ খাওয়ায় ঢোকে ঢোকে;
কাজেই মাণিক কষ্ট পায়
কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়।

উঠিয়াছেন; আর আমরা (পূর্ব্ববঙ্গের লেখকেরা) আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য 'পঞ্জিকা,' 'বাতাস,' 'লবণ,' 'তৈল,' 'প্রদীপ,' 'রৌদ্র,' 'বৃষ্টি,' 'আম.' প্রভৃতি শুদ্ধ শব্দের পরিবর্ত্তে যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গের বিকৃত 'পাঁজী,' 'হাওয়া,' 'নূন,' 'তেল,' 'বাতি,' 'রোদ,' 'জল,' 'আঁব,' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকি; ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনার বিষয় আর কি আছে? তাঁহারা 'লুচী পাঁটা' হজম করিতে পারেন, আর আমরা 'মিষ্ট অম্বল' লইয়া ভাবিয়া মরি! তাঁহারা নির্ভয়ে সকলকে 'পোড়ার মুখ, দেখাইতেছেন, আর আমরা 'হাগা মুখ' লুকাইবার স্থান পাই না! তাঁহাদের 'হুলুধ্বনির' সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 'জোকার' ('জয়কার' শব্দের অপভ্রংশ) মন্দ শুনাইবে কি? আর মন্দ শুনাইলেই বা ক্ষতি কি? মধুরতার কষ্টি-পাথর দ্বারা ভাষার দোষগুণ পরীক্ষা করিতে হইলে কালিদাস, বিশেষতঃ ভবভূতি, জয়দেব নিকট কল্কী পাইবেন না, নিশ্চয়। 'বাবা' শব্দ অপেক্ষা 'মামা' শব্দ মিঠা, তাই বলিয়াই কি বাবাকে মামা ডাকিতে হইবে?

কোন দেশের ভাষার অসুন্দরতা লইয়া আমোদ করা কতদূর সঙ্গত, তাহা বিবেচনার বিষয়। বিশেষতঃ আজ কালের এই কংগ্রেস-কাউন্সিলের দিনে, যে সময়ে বৎসর বৎসর ভারত-মাতার অর্চ্চনার জন্য একই মণ্ডপে সুরেন্দ্রনাথের পাশে বাবু হেমচন্দ্র রায়, কালীচরণের পাশে বাবু গুরুপ্রসাদ সেন, ও জানকীনাথের পাশে বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত দণ্ডায়মান হন, এবং যে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ও গুরুপ্রসাদ, কালীচরণ ও আনন্দমোহন দেশের কল্যাণ কামনারূপ একই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলে সমবেত হন, সেই সময়ে কি এই সব গৃহ-বিবাদ শুভকর বা

ওলো ওলো খোকার মা
কিছু নাই তোর বিবেচনা।
আসুক বাড়ী ভাতার তোর,
দেখ্‌বো তখন কত জোর।
এত তেল কি থাক্‌বে তখন ?-
জোকের মুখে চুণ যেমন।
বাবা আছে বাবার উপর,
চিম্‌টীর উপর আছে থাপর।

সুদৃশ্য ? কিন্তু এ দুঃখ কোথায় রাখিব ? স্বয়ং "বন্দে মাতরং"-গায়কই পূর্ব্ববঙ্গদেশীয় প্রতি দুই একটী চিম্‌টী কাটিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, "অন্যে পরে কা কথা"। অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায়, এ বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ আদর্শ-স্থানীয় ; তাঁহার গুণের সীমা নাই। কোনও ব্যক্তি সমাজ বা দেশকে আক্রমণ না করিয়াও কিরূপে রসিকতা করা যায়, ইহা তিনি হাতে কলমে সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন, অথচ তাঁহার মত সুরসিক লেখক অতি অল্প। তাঁহার ন্যায় সহৃদয় ও মার্জ্জিত-রুচি গ্রন্থকারবুঝি দুর্ল্লভ। যে স্থানে অশীতিপর বৃদ্ধও নেত্র-কণ্ডুয়ন-চ্ছলে একবার ত্বরিত দৃষ্টিপাত না করিয়া পারেন না, সেস্থানেও অশ্লীলতার ভয়ে তিনি বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া চলিয়া যান ; তিনি রাজধানীতে অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও গ্রাম্য-বালিকার মর্ম্মব্যথা বুঝিতে পারেন,—মহর্ষির যোগ্য পুত্রই বটে। এ বিষয়ে সময়ান্তরে কিছু বলিতে বাসনা আছে।

বঙ্গ সাহিত্যের আসরে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা (কয়েকটী অনুদার হৃদয়-বিহীন কিন্তু ক্ষমতাশালী লেখকের কর্ত্তৃত্বে,) এতকাল যে, বেকুব্-বেল্লিক ভাঁড়ের আসন অধিকার করিয়াছিল, সেই আসন হইতে তাহাকে উঠাইয়া, সম্মানজনক আসনে বসাইবার জন্য যাহা কিছু চেষ্টা, তাহা কেবল আমাদের সরল সরস কবি গোবিন্দ দাসেরই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি নির্ভয়ে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় কবিতা লিখিয়া মুদ্রিত করিতেছেন। তাঁহার 'ফুল-চন্দন কুঙ্কুম কস্তুরী'র সৌরভে পশ্চিম-বঙ্গবাসীরাও মুগ্ধ। কালীপ্রসন্ন বাবু এত সংস্কৃত নাড়াচাড়া করিয়াও অবশেষে 'নম্' ধাতুর কথা ভুলিয়া গিয়া পশ্চিম বঙ্গীয়দিগের সঙ্গে 'নাবিতে' লজ্জা বোধ করিলেন না। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যেও অনেকে পূর্ব্ববঙ্গকে 'বঙ্গদেশ' ও পূর্ব্ববঙ্গবাসীকে 'বঙ্গজ' বা

দেবতাদের প্রতি।

("মাঘমণ্ডলের" কথার সুর।)

আকাশের দেবতারা দেখ দেখ ফিরে,
খো—কা তোমাদেরে নমস্কার করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মা দুর্গা শঙ্করি
ল—ক্ষ্মী সরস্বতি মনসা শ্রীহরি।
শীতলা রাধিকা কৃষ্ণ মাতা রক্ষাকালি
চ—ন্দ্র দিবাকর মাতা নিরাকুলি।
সুবচনী ঠাকুরাণি কার্ত্তিক গণেশ
স—বে আমার মিনতি অশেষ—

'বাঙ্গাল' বলিয়া আমোদ করিয়া থাকেন। অথচ এক সময়ে পশ্চিম-বঙ্গেরই এক জন শ্রেষ্ঠ কবি সসম্মানে 'বঙ্গজ-কায়স্থ' শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের ভ্রাতাদিগকে বলি, 'বাঙ্গাল' বা 'বঙ্গজ' শব্দে তাহাদের কুপিত হওয়া উচিত নহে; কারণ উহার মূলে খারাপ কিছুই নাই। আর পশ্চিম-বঙ্গের ভায়াদিগকেও বলি, ঐ দুইটী শব্দের জোরে তাহাদের এত উল্লসিত হওয়া উচিত হয় না। তাহাদের জন্যও একটী নাম আছে; আমার একটী বন্ধু তাহাদিগকে 'তুরুক্' বলিয়া ডাকিতেন। পূর্ব্ববঙ্গের নাম-কাটা সিপাহীদিগকে বাদ দিলে, পূর্ব্ববঙ্গীয়দিগের তুলনায়, পশ্চিম-বঙ্গীয়গণ অপেক্ষাকৃত অহিন্দু, অস্বীকার করিবার যো নাই। এই কারণ দেখাইয়া, তিনি উহাদের নাম 'তুরুক্' রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যদি কেহ পশ্চিম-বঙ্গবাসীদিগকে দেশে বিদেশে সময়ে অসময়ে এই নামেই অভিহিত করে, তাহা তাহাদের ভাল লাগিবে কি?

বলিলে, অনেক বলা যায়। 'স্বর্ণলতা'-কার সুযোগ পাইয়া পূর্ব্ববঙ্গীয়-দের উপরে বেশ কয়েকটী ছিটা গুলি ছাড়িয়াছেন। আমাদের কোন উপন্যাস লেখক যদি পশ্চিম-বঙ্গীয় মেয়েদের লজ্জাহীনতার অপবাদরূপ ছিদ্র-পথে পাল্টা গুলি বর্ষণ করেন, তাহা কেমন লাগিবে?

এই ক্ষুদ্র পোকাটীরে রাখ বাচাইয়ে,
দি—ব বড় হলে নফর বানায়ে।
চির দিন তোমাদের সেবা করিবারে
বাঁ—ধা র'লো খোকা তোমাদের দ্বারে।

রাম নঃসিং রাম নঃসিং শিব, দুর্গা রাম,
মা মনসা আস্তিক আস্তিক বল হরি নাম

মহাভারত।

রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মে মতি স্থির,
বিদ্বেষ বিবাদ নাহি তাহে সাধ।
পাপী দুর্য্যোধন অনর্থের কারণ,
পাশায় হারায় বনেতে পাঠায়;
সেথা স্বয়ম্বরে লক্ষ্যভেদ ক'রে
পাঁচ ভাই পায় দ্রুপদ-কন্যায়,
ফিরে আসে ঘরে বার বৎসর পরে;
দুর্য্যোধন আদি পুনঃ হল বাদী,
জতু-গৃহে পুড়ে চাহে মারিবারে;
সভার ভিতরে এনে দ্রৌপদীরে
বস্ত্র আকর্ষণ করে দুঃশাসন।
(অন্ধ মহারাজ তার এই কাজ!
তার চক্ষের পরে এত সাজা করে!)
ফিরে বনে যায় কত কষ্ট পায়,

এসে হস্তিনায় পঞ্চ গ্রাম চায়,
সূচ্যগ্র না দিল কটূক্তি করিল।
বসুদেব-সুত বুঝালেন কত,
বৃথা হল সব; মজিল কৌরব,
কুরুক্ষেত্র রণে অষ্টাদশ দিনে
পাপ কুরুবংশ হয়ে গেল ধ্বংস;
সদা ধর্ম্মের জয়, চির দিন কয়।

রামায়ণ।

ধনে ধান্যে এক শেষ
অযো—ধ্যা নামে দেশ,
দেশের রাজা গুণ ধাম,
দশরথ তার নাম।

বুড়ো হয়ে ভাবে চিতে
রাজ—স্ব রামে দিতে,
দিতে গিয়ে ঠেকে দায়,
মেজো রাণী বাদী তায়।

রাণী বলে তারি সুতে
অব—শ্য রাজা হতে,
হতে রামে বনবাসী,
(কি করিলি সর্ব্বনাশি!)

দুটী বরে উহা মাগে,
(প্রতি—জ্ঞা ছিল আগে,)
আগের কথা ক'রে মনে
দিল রাজা রামে বনে।

কাঁদে রাজা অবিরত
কৌশ—ল্যা কাঁদে কত।
কত দিন পরে হায়
দশরথ স্বর্গে যায়।

হেথা রাম বনে যেতে
সে স—ঙ্গে যায় সীতে।
সীতা দেবীর সোজা মন
হ'রে নিল দশানন।

যুদ্ধ ক'রে ধ্বংস করে
সবং—শে রাবণেরে,
রাবণ বধি পুনরায়
সীতাসহ দেশে যায়।

লঙ্কাপুরে ছিল রাণী,
অজ—স্র কাণাকাণি,
কাণাকাণি শু'নে রাম
বনে দিল হয়ে বাম।

সে বনে ছিল কুটীর,
মহ—র্ষি বাল্মীকির;

বাল্মীকির তপোবনে
রহে সীতা ক্ষুণ্ণ মনে।

অন্তঃসত্ত্বা নিয়ে সীতা
অর—ণ্যে নির্ব্বাসিতা,
নির্ব্বাসিতা অবস্থায়
দুই পুত্র জন্মে তায়।

বড় হয়ে তারা পরে
সুমি—ষ্ট গান করে,
গান করে রামায়ণ,
শুনি মুগ্ধ সর্ব্বজন।

দৈবে রাম দয়াবান্
স্বক—র্ণে শুনে গান,
গানে তুষ্ট অতিশয়
জিজ্ঞাসেন পরিচয়।

জেনে তারা তারি সুত
আন—ন্দে বিগলিত।
বিগলিত আঁখি ভরে,
কুশী লবে কোলে করে।

আসিলেন সীতা সতী
বিম—র্ষা ম্লান অতি।
অতি কঠিন রঘুরায়,
সতীত্ব-পরীক্ষা চায়।

লাজে দুখে ক্রোধান্বিতা
উন্ম—ত্তা যেন সীতা,
সীতা কহে ডেকে মায়
"মা বসুধে ! নে আমায়।

সে আহ্বান শুনি ত্বরা,
বিদী—র্ণা হল ধরা,
ধরা সতী কোলে করি
নিল সীতায় পাতালপুরী

সীতা শোকে অবিশ্রাম
বিশী—র্ণা হ'ল রাম।
রাম গেল স্বর্গপুরে
লব কুশে রাজা ক'রে।

খোকাবাবুর ভাত খাওয়া।

কাক ডাকে কা—কা
কাকের গ্রাসটী আগে——খা।
বক ডাকে কক্—কক্
বকের গ্রাসটী গিলি——টক্।
টুনী ডাকে টুং—টাং
তার গ্রাস খাই ডেডাং——ডাং।
দয়েল ডাকে শি—শশৎ
তার গ্রাসটী খাই——হরৎ।

কোড়া ডাকে টাব্বোৎ—টাব্বোৎ
তার গ্রাসটী গিলি——সোৎ।
হুতোম্ ডাকে বোওৎ—বোৎ
তার গ্রাসটী গিলি——কোৎ।
ডাহুক ডাকে ডব্—ডব্
তার গ্রাস খাই টপা——টপ্।
চড়ুই ডাকে চম্—চম্
তার গ্রাস খাই গর্‌মা——গরম।
হাঁস ডাকে পাক্—পাক্
তার গ্রাসটী আগে——মাথ।
পায়রা ডাকে বাক্—বাকুম
তার গ্রাস খেয়ে খাব——চুম।
চিল ডাকে চিহি—চী
তার গ্রাসটী আগে——নি।
শালিক ডাকে চাকুম—চুম্
তার গ্রাস খেয়ে আস্‌বে——ঘুম।
ঘুঘু ডাকে "উঠ'—উঠ"
তার গ্রাস খেয়ে খেল্‌তে——ছুট।
চাতক ডাকে "ফটিক্—জল"
তার গ্রাসটী গলার——তল।
ময়ূর ডাকে কেড়াং—কাং
তার গ্রাসে ভরি ডিঙী——খান।
যম-ঘুঘু ডাকে কড়া—কড়
তার গ্রাস খেতে কেন——ডর্।

ময়না ডাকে 'রাধা—কৃষ্ট'
তার গ্রাসটী বড় —— মিষ্ট।
মোরগ ডাকে কুক্কু—কুকুর্
তার গ্রাসটী অতি —— মধুর।
একটী ডাকে "চোক্—গেল"
তার গ্রাসটী খেয়ে —— ফেল।
আরটা ডাকে "বউ কথা—কও"
তার গ্রাসটীও তুলে —— লও।
বাতুর ডাকে কিচির—মিচির
তার গ্রাসটী খাই —— শিগ্‌গির।
মাছী ডাকে ভন্—ভন্
তার গ্রাস খেতে কত —— ক্ষণ।
ভোমরা ডাকে ভো—ভো
তার গ্রাস আগে পেটে —— থো।
কোকিল ডাকে টুহু—টু
তার গ্রাস খেয়ে মুখ —— ধো।

—o—

দশ জনের সঙ্গে পরিচয়।

ভাউয়া বেং, লম্বা ঠেং, ঘেঙর ঘেং ডাকে,
বর্ষাকালে লম্ফে চলে, পুকুর-জলে থাকে।
জাতি সাপ, বাপরে বাপ, দফা সাফ ছুঁলে,
কাটা জিভ চিক্ চিক্ অনিমিখ খুলে।

বিড়াল ওটা পরিপাটী, ফুল-বিবিটী সেজে,
পেদে আঁধার, মুতে পাথার, ছুঁলে তাহার লেজে।
অই যে কুকুর খাচ্ছে মুগুর, বীর-বাহাদুর বটে,
আপনি চান পাড়া খান, নৈলে মান টুটে।
শিয়াল চোরা নষ্টের গোড়া, মুখটী পোড়া তায়।
গাছে উঠে কাঠাল লুঠে, ঘরের পীঠে খায়।
পাঠা-রাম নাইকো কাম, অবিরাম খায়,
চল্‌ছে মর্‌তে, সেই মুহুর্ত্তে বিল্ব-পত্রে চায়।
বোকা গাধা বুদ্ধি সাদা, খায় কাদা- জল,
আপন মনে বোঝা টানে, নাইকো জানে ছল।
ধূর্ত্ত বাঁদর অতি চেঙর, কেমন ডাঙর লেজ,
লম্ফ ঝম্ফ, গ্রাম কম্প অতি দন্ত তেজ।
নিরীহ্ গরু অতি ডরু, যায় না কারো পাশে;
সন্ধ্যাকালে হম্বা তুলে ঘর্‌কে চলে আসে।
ভেড়াকান্ত অতি শান্ত অবিশ্রান্ত খায়,
কম্বল গায় দেখা যায় সন্ন্যাসী-প্রায় তায়।
যাচ্ছে ঘোড়া দেখ্‌সে তোরা কপাল-জোড়া চাঁদ,
চিহি হি ব'লে গরবে চলে তবু তো গলে বাঁধ।
হাতী ওটা, বুদ্ধি মোটা, কাণ দুটা কুলা;
খাট গলা, হাগে ছালা, খায় ডালা ডুলা।
ভল্লূক বীর, কি শরীর! হায় কলির পাকে
মুর্ত্তিমান্ জাম্বুবান্ দড়ি টান নাকে!
ব্যাঘ্র ডাকাত্ রক্তের হাবাত্, বড় বজ্জাৎ শালা;
কাঁপে মাটী, দাঁত কপাটী, কি পরিপাটী গলা।

সিংহ রাজা, সরু মাজা, রক্ত তাজা খায় ;
একটী লাফে ঘাড়ে চাপে, নৈলে ঝোপে যায়।
কুমীর ছোচা, নাকটী বোচা, নীরবে চাচা চলে,
মুখে করাত, ধারাল দাঁত, একি উৎপাত জলে !
মাকড়সা হয় ফরসা, একটী ঘসা পেলে ;
অতি শিষ্ট, তারেও নষ্ট করে দুষ্ট ছেলে।
টিক্‌টিকী পোড়া মুখী চালে থাকি বকে,
চোখ খেয়ে পড়ে ধেয়ে কাঁধে পায়ে বুকে।
ছারপোকা দেখ্‌তে বোকা, কাজে পাকা চোর,
কামড় শক্ত, করে বিরক্ত, বিষম রক্ত- খোর।
পিপীলিকা বেয়ে শিকা খায় ঢাকা গুড়,
কাম্‌ড়ায় যখন জ্বালা কেমন, মুখে যেমন খুর !
ক্ষুদ্র মশা রক্ত চোষা, কর্ম্মনাশা রাতে,
পাই যেটা করি চেপ্‌টা এক চপেটা- ঘাতে।

বার মাসের বিবরণ।

বৈশাখে আমের কড়া, নিচু, তরমুজ হয় ;
বকুলে আকুল অলি, গন্ধরাজ খোস্ বয়।

জ্যৈষ্ঠে মিষ্ট আম, কাঠাল, খেজুর, তালশাস, জাম ;
কদম্ব, রজনীগন্ধা, দোপাটী সুঠাম।

আষাঢ়ে শশার কচি, করঞ্জ, জামরুল্ ;
পানীফল, আনারস, ফুটী, কেয়াফুল।

শ্রাবণে পেয়ারা, আতা, ডালিম রসে ভরা ;
পদ্মফুল সদ্যঃ ফোটা গন্ধে মনোহরা।

ভাদ্র মাসে রৌদ্র অতি, তাল থরে থরে ;
কামিনীফুল, স্থল-পদ্ম বাগান শোভা করে।

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা, নারিকেল, জম্বীর ;
শেফালিকা গন্ধ বাকা, তলায় ছেলের ভিড়।

কার্ত্তিকে কামরাঙা, ওল, সুপারী, তেতুল কাচা ;
জয়ন্তী, অপরাজিতা,—নামটী কেমন বাছা !

অগ্রাণে বেগুন, মূলা, জলপাই, গোল-আলু ;
গাঁদাফুলে ধাঁ ধাঁ চোখে, এম্‌নি রূপের আলো।

পৌষেতে খেজুর রস, লাউ, কপি আর শিম,
অতসী রূপসী সতী, রাত্রে অতি হিম।

মাঘ মাসে বাঘা শীত, কমলালেবু, কুল ;
শিমুলে আমুল কাঁটা, রাঙা রাঙা ফুল।

ফাল্গুনেতে বেল, আদা, আম্‌লকী গাছ ভরা ;
পলাশফুলে তরাস—বুঝি টিকায় আগুন ধরা।

চৈত্রে নব পত্র গাছে, ইক্ষু, বঞ্জর-মালা,
তমালের অমল রূপে বৃন্দাবন আলা।

বার মাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বৈশাখে লিচু, কাচা আম,
জ্যৈষ্ঠে কাঁঠাল, আম, জাম।
আষাঢ় মাসে শশার কড়া,
শ্রাবণে ডালিম রসে ভরা।
ভাদ্র মাসে তালের ক্ষীর,
আশ্বিন মাসে পাকা জম্বীর।
কার্ত্তিকে কামরাঙা খাই,
অগ্রাণ মাসে জলপাই।
পৌষে খেজুর-রস, গুড়,
মাঘে রাঙা কমলার ভুর।
ফাল্গুণে বেল, কুল পাকা,
চৈত্রের ইক্ষু মধু মাখা।

খোকাবাবুর ব্যঞ্জন বর্ণ।

ক খ গ ঘ ঙ
কারে দিব চুম।
চ ছ জ ঝ ঞ
যার মুখে অমিয়।
ট ঠ ড ঢ ণ
শোন যাদু শোন।
ত থ দ ধ ন
পিসীরে মার' কেন?

প ফ ব ভ ম

পিশীরে কর নমঃ।

য র ল ব

আর কি কব।

শ ষ স

কোলে এস।

হ ং ঃ

তবে কব বিজ্ঞ।

খোকাবাবুর স্বর বর্ণ।

অ আ ই ঈ

খোকা এল ধাম্নি'।

উ ঊ ঋ ৠ

এই কি সোণার ছিরি!

ঌ ৡ এ ঐ

খুকু! তুমি ছিলে কই।

ও ঔ অং অঃ

ধূলিময় কেন অঙ্গ।

খুকু তুমি ছিলে কোথা?
নাই কি তাদের দয়া ব্যথা?
গায়ের ধূলা ঝেড়ে ফেলে
একবার তোমায় নেয় নি কোলে?

থাক্ থাক্ থাক্,
কাটাইব নাক্।
মুড়াইব মাথা,
গায়ে ছেঁড়া কাথা।
মাথায় ঢাল্‌বো ঘোল,
চুক্‌বে গণ্ডগোল।
এস খুকু এসো,
মায়ের কোলে বসো।
তেমন যে রাজার রাণী,
তোমা বিনে কাঙ্গালিনী।
আমার মাণিক, আমার সোণা।
ননীর পুতুল, চাঁদের কণা।
যাদুমণি দুদু খাও,
চুমু খেয়ে ঘুম যাও।
টুক্ টুক্ টুক্,
আমার লক্ষ্মী টুক্।

খোকাবাবুর ইংরেজী বর্ণ পরিচয়।

এ	বি	সি	কাপড়ে হেগেছি।
ডি	ই	এফ্	আমার সাধের লেপ।
জি	এচ্	আই	তোরি দোষ লো ধাই।
জে	কে	এল্	কিছু নাই আক্কেল।
এম্	এন্	ও	এখন সকল ধোও।

পি কিউ আর্   পিঠা সয়না আমার।
এছ্ টি ইউ   খেতে দিলে তবুও।
ভি ডব্লিউ   বুঝলেম্ না আমিও।
এক্স্ ওয়াই জেড্   তাই সে পাই এ খেদ।

কার চেয়ে কে ভাল।

বড় ভালবাসি মায়, সুখে শিঙা টানি; *
মায়ের চেয়ে বাবা ভাল, দেয় সন্দেশ আনি।
বাবার চেয়ে জেঠা ভাল, পড়ায় কীল্ ছাড়া;
জেঠার চেয়ে জেঠী ভাল, নিয়ে বেড়ায় পাড়া।
জেঠীর চেয়ে কাকা ভাল, কাঁধে চড়ি নাচি;
কাকার চেয়ে কাকী ভাল, দেয় দুধের চাছী।
কাকীর চেয়ে পিশী ভাল, দেয় মিছ্রি ভাঙা;
পিশীর চেয়ে পিশা ভাল, দেয় কাপড় রাঙা।
পিশার চেয়ে মাসী ভাল, দেয় নরম চুম্;
মাসীর চেয়ে মেসো ভাল, দেয় কিনে 'ঢুম্।'
মেসোর চেয়ে মামা ভাল, দেয় কিনে ছাতি;
মামার চেয়ে মামী ভাল, দেয় কাঠের হাতী।
মামীর চেয়ে দাদু ভাল, গোঁফ ছিড়ি দুহাতে;
দাদুর চেয়ে ঠান্দি ভাল, রূপ-কথা কয় রাতে।

---

* শিঙা টানি—স্তন্য পান করি। পাকা আমে একটী ছিদ্র করিয়া চুষিয়া চুষিয়া খাওয়াকে পূর্ব্ববঙ্গে 'শিঙা দিয়া' খাওয়া বলে। ছেলেদের ইহা একটী প্রিয় প্রথা।

খোকা হাটিতে শিখে।

তাই তাই তাই,
মামা বাড়ী যাই ;
মামী দিল দুধের সর কেতর কেতর খাই।

থির থির থির,
দোহাই বাসুকীর !
খোকাবাবু হাট্‌তে শিখে, নেড় না তুমি শির।

পায় পায় পায়,
খোকামণি যায় ;
বসুমতী মার বুক জুড়ায় না কি তায়।

ঝুর্‌ ঝুর্‌ ঝুর্‌,
হাটে তুর্‌ তুর্‌ ;
দেখ্‌বি যারা আয়লো তারা, আমরি মধুর।

অলি অলি অলি,
যায় টলি টলি ;
হাটে যেন বুড়ার মত ধীরে ধীরে চলি'।

ঝুন্‌ ঝুন্‌ ঝুন্‌,
মলের শব্দ শুন্‌ ;
ও শব্দে কি দুঃখ থাকে, সুখের লাগে ধুম।

মরি মরি মরি,
হাটে হাত ধরি ;
থপ্‌ থপ্‌ পড়ে পা কত ভঙ্গী করি।

ধীরে ধীরে ধীরে,
হাটে ঘুরে ফিরে ;
সকল লোক দেখ্‌ছে শোভা, চারি দিকে ঘিরে।

আহা আহা আহা !
যা ভেবেছি তাহা ;
আছাড় পড়্‌ল খোকা, আমার এম্‌নি কপাল ডাহা।

সা'ঠ্‌ সা'ঠ্‌ সা'ঠ্‌,
আমারি বুদ্ধির ঘাট্‌ ;—
এখনো সোণা বাইরে কেন? অই আসিছে রাত্‌।

ঠিক্‌ ঠিক্‌ ঠিক্‌,
ঐ যে ঝিক্‌ মিক্‌ ;
কোলে উঠে দেখ চাঁদ, কপালে দিক্‌ চিক্‌।

বেশ্‌ বেশ্‌ বেশ্‌,
কি সুন্দর এক শেষ !
এ চাঁদ দেখি, ও চাঁদ ভাবে এ আবার কোন্‌ দেশ !

হরি বোল্‌ হরি !
মা দুর্গা শঙ্করী !
চল এখন ঘরে গিয়ে 'শিঙা বাদ্য' করি। *

'শিঙা বাদ্য করা'—স্তন্য পান করা।

খোকার দানে আশীর্ব্বাদ।

হাত পেতেছি দাও ত খুকু,
এই ত দিল মণি——টুকু।
যা দিয়েছ সোণা হাতে,
থাক্ থাক্ আমা——র মাথে।
তাল রুয়ে খেও তাল, *
বেচে থাক এত——কাল।
দুধু ভাতু খেয়ে মণি,
বড় হও এত——খানি।
আমার মাথায় চুল যত,
আয়ু হোক্ বচ্ছ——র তত।
সুস্থ থাক বার মাস,
বিদ্যা হোক্ এত——পাশ।
দালান হোক্ চা'র তালা,
টাকা হোক এত——ছালা।
বৌমা গা-ময় পরুক্ গয়না,
চাকরী হোক্ এত——মায়না।
দোয়াৎ কলম হোক্ সোণার,
হাতী রোক্ বাঁধা——দুয়ার।
রূপে বৌমা হোক্ অপ্সরা,
ছেলে হোক্ ঘর——ভরা।
দাসী নফর হোক্ হাজার,
ধর্ম্মে মতি থাকু——ক্ বাবার।

---

* রুয়ে—রোপণ করিয়া (পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত।)

খুকীর দানে আশীর্ব্বাদ।

হাত পেতেছি দাওনা খুকু,
এই ত দিল মণি—টুকু।
যা দিয়েছ সোণা হাতে,
থাক্ থাক্ আমা—র মাথে।
তাল রুয়ে খেও তাল,
বেঁচে থাক এত—কাল!
দুধু ভাতু খেয়ে মণি,
বড় হও এত—খানি।
আমার মাথায় চুল যত,
আয়ু হোক্ বচ্ছ—র তত।
কপাল হোক্ পরের মতন, *
বুড়ী হও আমি—যেমন।
বর হোক্ কন্দর্প প্রায়,
গয়না পর সক—ল গায়।
সীঁথীর সিন্দুর বজায় থাক্,
হাতের লোহা ক্ষইয়ে—যাক্।
শাশুড়ী দেখুক্ মায়ের চোখে,
ছেলে রোক্ কাখে—বুকে।
ছেলে পিলেয় ঘর ভর,
নাতীর নাতী দেখে—মর।

* এই দুই লাইন কোন বৃদ্ধা বাল্য-বিধবার উক্তি, এইরূপ মনে করিতে হইবে।

সাবিত্রী সম সতী হও,

ধনে পুত্রে সুখে——রও। *

জঙ্গী বুড়ী। †

আমার নাম জঙ্গী বুড়ী

বাবা আমার জব্বর সিংহ,

মা ফুলেশ্বরী ;

দুষ্টু ছেলে দেখ্‌তে পেলে

আস্ত খাই ধরি।

আমি বেড়াই গাছে চড়ি',

(আমার) একটা নাকে তিনটা বাঁশী,

ঘেরোৎ ঘোরোৎ করি।

যে সব ছেলে কাঁদে বেশী

তাদেরে খাই ধরি।

---

* যদিও, এই কবিতাটী বাদে, এই পুস্তকের যাবতীয় কবিতায় কেবল খোকারই নাম আছে, খুকীর নাম নাই, তথাপি বই খানা খোকা খুকী উভয়েরই জন্য রচিত, এ কথা বলা বাহুল্য। খুকীর মার প্রতি গ্রন্থকারের কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন এই যে, তিনি যেন তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া, কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করতঃ কবিতাগুলিতে আবশ্যক মত দুই একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লন। এক সময়ে দুইজনকে তুষ্ট করা অসম্ভব।

† কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে, এই ভীতি-উৎপাদক কবিতাগুলির দোষেই ভারত-উদ্ধার-চেষ্টা বিফল হইবে ; তাঁহাদের অবগতির জন্য বলিতেছি যে, ইংরেজীতেও Jack the Giant-killer, Blue Beard প্রভৃতি ভীতি-জনক Nursery tales আছে।

দেখ্‌ছো আমার ভুড়ী,
ছোট একটী বেলুন যেমন
যাচ্ছে হাওয়ায় উড়ি ;
মন্দ ছেলে কোথাও পেলে
সুখে জলপান করি ।

আমি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরি,
খেতে নাইতে চায় না যারা,
তাদেরে করি চুরী ;
অবসর মত খাই, যেমন
টাট্‌কা ভাজা মুড়ী ।

ছয় রকমের ছ জনা ।

আমার নাম তিন ঠেং ;
চাল গেছে তিন পায়ের জোরে, বেড়াই ডেডেং ডেং ।
খাই আমি হাতী ঘোড়া,
বাঘ ভল্লুক জোড়া জোড়া,
মহিষ গণ্ডার কুকুর বিড়াল সাপ ইন্দুর বেঙ্‌ ।
আর খাই আমি দুষ্টু ছেলে,—আমার নাম তিন ঠেং

আমার নাম হাড়ী-মুখী,
মন্দ ছেলে খুঁজে বেড়াই লোকের বাড়ী ঢুকি ;
ওষুদ খায় না বেরাম হলে,
কেবলি চায় থাকৃতে কোলে,

বায়না করে যখন তখন, নয় কিছুতে সুখী,—
সে সব ছেলে আমার পথ্য—আমার নাম হাড়ীমুখী।

আমার নাম চেপ্টা-নাকী,
নাকের দুটী সুড়ঙ্গেতে ছেলে ধ'রে রাখি।
তেতুল গাছে এক পা দোলে,
আর পা থাকে বটের ডালে,
সেওড়া গাছে নথ বিঁধিয়ে উপুড় হয়ে থাকি;
নাকের শ্বাসে মাটী কাঁপে—আমার নাম চেপ্টা-নাকী।

আমার নাম বোবা ভূত,
কথাবার্ত্তা কই না বড়—কীলেতে মজবুত্।
ঝড়ের দেশে আমার বাড়ী,
বজ্র-বিদ্যুৎ-সঙ্গে ফিরি,
পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্তে পারি,—ক্ষমতা অদ্ভুত।
দুষ্টু ছেলের যম আমি—আমার নাম বোবা ভূত।

আমার নাম জুজুর মাসী,
মন্দ ছেলে দেখ্তে পেলে পাক্ড়ে নিয়ে আসি।
একটু খানি জল দি মুখে,
'টক্' ক'রে তায় গিলি সুখে,
ছেলে পি লর অশান্তপানা ভাল নাহি বাসি।
আমার ভয়ে কাপড়ে হাগে—আমার নাম জুজুর মাসী।

আমার নাম নিষ্কন্ধ,
সকল গায়ে আমার কেবল কাচাগুয়ের গন্ধ।

মাথা নাইকো, লম্বা পা,
পেটে চক্ষু, বিকট হা ;
যারে চাপি বুকে আমার, দম হয় তার বন্ধ
দুষ্টু ছেলে চোখের বিষ—আমার নাম নিষ্কন্ধ

খোকার মাকে চুরী।

খোকার মা বুড়ী,
তারে কল্লো চুরী
পাড়ার ফকীর বেটা ;
এ তো বড় লেঠা।
হাতে পায়ে বাঁধিয়ে,
গাঙে দিল ফেলিয়ে।
রাঘব-বোয়াল গিল্‌ল তায়
খোকা ফিরে ঘরে যায়।

ফকীর বেটায় ধরে আন্‌,
লব তার গর্‌দান।
ফকীর বলে "বাপ্‌রে মা!
এমন কর্ম্ম কর্‌বো না"।
কাছা খুলে, প্রাণের ডরে,
ভন্‌ ভন্‌ ভন্‌ মন্ত্র পড়ে।
খোকার মা উঠ্‌লো ভেসে,
খোকারে কোলে নিল হেসে।

মায়ের গলা ধ'রে খোকা
বলে, "মা তুই কেমন বোকা!
আমায় ফেলে একলা ঘরে
কোথায় ছিলি, কেমন ক'রে?
খাই বা আমি কাহার হাতে?
শুই বা রাতে কাহার সাথে?
কে নাওয়াবে যতন ক'রে?
বেড়াব কার কাঁথে চ'ড়ে?

মা বলে, "শোন্ যাদু আমার,
বড়ই বেচে এসেছি এবার।
যেয়ে দেখি, জলের তলে,
কুম্ভীর হাঙ্গর দলে দলে।
দেখে ভয়ে কেঁপে মরি,
তাই তোমাকে বারণ করি,—
একলা ঘাটে নেও না,
বেশী জলে যেও না।"

কে কেমন। (PRIVATE.)

খোকার ঠাকুর দাদা
বড় হারাম্-জাদা,
মাথা একটী কদম্ ফুল, পাপ্ড়ি গুলি শাদা।

খোকার ঠান্‌দিদি
বড় হারাম্‌-জাদী,
বুড়া-কালে খোকায় আমার করতে চান্‌ সাদী।
খোকার বড় মাসী
বড়ই ভাল বাসি,
আপ্‌-খোরাকী খোকার বাহন, বিনা মায়নায় দাসী।
খোকার মেজো মাসী,
কাণ্ড দেখে হাসি ;—
বার মাসই তীর্থ করেন, 'কামাখ্যা'-প্রবাসী।
খোকার ছোট মাসী
অতি অল্পেই খুসী,
এক পয়সার স্থঁচ পেলে বত্রিশ দাঁতের হাসি।
খোকার মা যে অই,
দুধ ফেলে খায় দই ;
এক ঘুমেতে রাত্রি পোহায়, কুম্ভকর্ণের সই।
খোকার বড় মা
দেখ্‌তে প্রতিমা,
কথায় কথায় অভিমান, ফোঁছ্‌-মনসার ছা।
খোকার ঠাকুর মা,
গুণের নাই সীমা,
গায়ের মাংস ছিঁড়ে নিলেও মুখে নাইকো রা।
খোকার মামারা
কৃপণের চূড়া,
চেং-সিংহের অবতার—সদাই মেজাজ চড়া।

খোকার জেঠা কাকা
স্বভাব কিবা বাকা,
ভদ্রতায় শিরোমণি নম্রতায় মাথা।
খোকার মামীরা,
সবাই ভাল তারা;
একটী কেবল তুনিয়ার বা'র—হদ্দ লক্ষ্মী-ছাড়া।
খোকার পিসীমা
আছে তিন জনা,
সব রকমে ভাল তারা, নাইকো উপমা।
খোকার পিতা যিনি,
শুদ্ধ শান্ত মুনি;
তাঁহার নিন্দা যে করবে, তার রন্ধ্রগত শনি।

খোকার মা'র তুরাশা। (PRIVATE.)

খোকার মা বুড়ী,
বয়স তিন কুড়ী;
আল্‌তা পরে পায়,
হলুদ মাথে গায়।
ওলো ওলো খোকার মা,
ও চালাকী খাটবে না।
মিছা সাবান পাউডার,
মিছা আতর ল্যাভেণ্ডার;

মিছা শাড়ী নীলাম্বরী,
মিছা সকল জারীজুরি।।
বটের ব' নাম্‌লে পরে
আর কি ফিরে উঠ্‌তে পারে ?
হাতীর শুঁড় নয় তো সে,
এক বার নেমে উঠ্‌বে যে।
ওলো ওলো খোকার মা,
অত রঙ্গ ক'রো না।
তিন বিয়ানের কাছাকাছি,
আর কেন সাজ মিছামিছি।
জানি তোমার—ঠন্‌ঠন্,
টের পেয়েছি পচা পোট্‌কন্।

সম্পূর্ণ।



বিজ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত কবিতা পুস্তকগুলি আমার নিকট ও কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট গুরুদাস চাটুজ্যার পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য :—

খোকাবাবু প্রসঙ্গে	...	...	।/০
কাহিনী	...	...	৶০
আশীর্ব্বাদ (শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,-প্রণীত ; "হিতবাদী" প্রভৃতিতে বিশেষ প্রশংসিত)			।০
প্রীতি-উপহার	ঐ	...	৶০
যোগেশকুসুম কাব্য	ঐ	...	৶০

শ্রীকেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

পোঃ ধলা, জেলা ময়মনসিংহ।